লিপি
শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ২৭ অক্টোবর ২০১৭
Siliguri•Friday•October 27, 2017
Arthik Lipi, Page 3

নিউটাউনে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা, শিশু সহ মৃত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : নিউটাউনের আকাঙ্খা মোড়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা নাগাদ পথদুর্ঘটনায় তিন জনের মৃত্যু হল। এরা একই বাইকে সওয়ার ছিলেন। মৃতরা হলেন প্রভাত চক্রবর্তী, দীপশিখা চক্রবর্তী ও গৌতম পাত্র। প্রভাত বেলেঘাটা কাদাপাড়ার সুরেন সরকার রোডের বাসিন্দা। দীপশিখা (৫) তার মেয়ে। গৌতম পাত্র প্রভাতের বন্ধু। তার বাড়ি বারাকপুরের শ্যামনগরে। প্রভাত ও গৌতম লিফট মেকানিক। প্রত্যক্ষদর্শী আনসার আলি জানান, নতুন আপাচে বাইকে (নম্বরহীন) করে প্রভাত বাইক চালিয়ে বন্ধু ও মেয়েকে নিয়ে ইকো পার্কের দিক থেকে চিনার পার্কের দিকে যাচ্ছিল। বাইকটি খুব জোরে চলছিল। এমন সময়ে আকাঙ্খা মোড়ের বাঁকে একটি গরু চলে আসে। বাইকের সামনে গরু চলে আসায় প্রভাত ব্রেক কষলে বাইক সহ তিন জনেই রাস্তায় পড়ে যায়। তিনজনেরই মাথায় আঘাত লাগে। বাচ্চাটি ঘটনাস্থলেই মস্তিষ্ক থেকে রক্তক্ষরণ হয়ে মারা যায়। বাকি দু'জনকে চিনারপার্ক সংলগ্ন স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই হাসপাতাল থেকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেওয়া হয়। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতাল এদের মৃত বলে ঘোষণা করে।

এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নিউটাউন থানা ও নিউটাউন ট্রাফিক পুলিশ। নিউটাউন থানা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রভাতের বাইক আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের বয়ান নথিভুক্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

নিউটাউনে বিশ্ববাংলা সরণীতে পথ দুর্ঘটনা আটকাতে বিভিন্ন জায়গায় স্পিডোমিটার ও ব্যারিকেড বসিয়েছে পুলিশ। কিন্তু তাতেও অত্যাধিক গতির জেরে দুর্ঘটনা আটকাতে ব্যর্থ পুলিশ। নিউটাউনে মানুষের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করলেও রাস্তার ওপর গরুর চলাচল আটকাতে পারেনি পুলিশ। কার্যত দ্রুতগতির সড়ক বিশ্ববাংলা সরণীতে রাস্তার ওপর গরু ও মোষের অবাধ যাতায়াতের বলি হচ্ছেন অনেকেই। সড়কের ওপর পশুর অবাধ যাতায়াতের জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটছে। এদিনের দুঘটনার জন্য গতির পাশাপাশি রাস্তার ওপর জীবজন্তুর যাতায়াতকে দায়ী করেছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

হাইকোর্ট চত্বরে চুরি, উধাও নথি

স্টাফ রিপোর্টার: হাইকোর্ট চত্বরে আইনজীবীর চেম্বারেই ঘটল চুরির ঘটনা। খোয়া গেল নগদ টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ নথি। বৃহস্পতিবার সকালেই বিষয়টি সামনে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। আইনজীবী বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত দাশগুপ্তর চেম্বার থেকে নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং টেট ও সিভিক ভলান্টিয়ার সংক্রান্ত মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র আছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে বিভিন্ন মহলে।

বিনয়ের লোক, দাবি ধৃত মোর্চা নেতার

স্টাফ রিপোর্টার: ভোল বদলে হঠাৎ করেই নিজেকে বিনয় ঘনিষ্ঠ বলে দাবি মনোজ শঙ্করের। বুধবার দিল্লি থেকে সিআইডি গ্রেফতার করে এই মোর্চা নেতাকে। যিনি বিমল গুরুঙের ঘনিষ্ঠ বলেই পাহাড়ের রাজনীতিতে পরিচিত। এমনকী মোর্চার ফান্ড জোগারের দায়িত্বও গুরুং দিয়েছিলেন মনোজকেই। বৃহস্পতিবার প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে বিমানবন্দরে সিআইডি হেফাজতে থাকা মনোজ শঙ্কর দাবি,'আমি বিমল গুরুঙের সঙ্গে নেই। বিনয় তামাংয়ের সঙ্গে আছি। আমি দিল্লি থাকি। আমাকে গ্রেফতারের কারণ এখনও জানিনা।' তবে সিআইডির তদন্তে সবরকমের সহযোগীতার আশ্বাস দিয়েছেন ধৃত এই মোর্চা নেতা। তবে আচমকাই ভোল বদলে কার্যত অন্য রকমের গন্ধ পাচ্ছেন রাজনৈতিক মহল।

জাঠায় হামলার নিন্দায় বিমান

স্টাফ রিপোর্টার: ফের জাঠায় হামলার অভিযোগ বামেদের। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় জাঠার উপর হামলা হয়েছে। নদিয়ার চাপড়া ব্লকের হাটরায় একটি উপ-পদযাত্রায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনায় ৫ জন আহত হয়েছেন। মহিলাদের উপরও আক্রমণ চালানো হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি।' এর আগে রায়নার সুবলদহ গ্রামে জাঠা শাসকদলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আক্রমণের মুখে পড়ে বলে অভিযোগ ছিল বামেদের। যদিও সেই হামলা মানুষ প্রতিরোধ করে বলে দাবি ছিল ১১৭টি গণসংগঠনকে নিয়ে গঠিত বিপিএমও'র আহ্বায়ক শ্যামল চক্রবর্তীর।

রাজ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩৭

ফের ডেঙ্গুতে মৃত্যু এক ছাত্রের

স্টাফ রিপোর্টার: ফের শহরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু এক ছাত্রের। গিরিশপার্ক এলাকার বাসিন্দা উৎকর্ষ জয়সওয়াল। আর এন সিং মেমোরিয়াল স্কুলের নবম শ্রেনীর ছাত্র ছিল। গত শুক্রবার বটতলার একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তার। বেশ কিছুদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিল সে। জ্বর না কমায় হাসপাতালে ভর্তি করে পরিবারের লোক জন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, চিকিৎসার গাফিলতিতেই ছেলের মৃত্যু হয়েছে। ঠিক করে চিকিৎসা করা হয়নি। অকালেই মরতে হল আমার ছেলেকে। এই পরিস্থিতির পর ক্ষোভে ফেটে পড়ে এলাকাবাসী।

রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ৩৭ জন। ঠিক একই কারণে ২৫ তারিখ মৃত্যু হয়েছিল আরেক ছাত্রের। ১২ নং চেতলা রোডের বাসিন্দা ছিল বয়স ১১'র প্রীতম হালদার। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে মৃত্যু হয় তাঁর। গত কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিল প্রীতম। তারপর ২৩ তারিখ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডেঙ্গুর কথাই উল্লেখ করা হয়েছে ডেথ সার্টিফিকেটে। এই ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে আতঙ্কের ছায়া পড়েছে গোটা চেতলা অঞ্চলে। সবার মুখে একটাই কথা এভাবেই কি হারাতে হবে একের পর এক সন্তানদের? ২৪ তারিখ এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যসচিব মলয় ঘোষ জানায়, 'এখনও পর্যন্ত ১৮, ২৩৮ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে বলে খবর রয়েছে। তবে পরিস্থিতি নাগালের মধ্যেই রয়েছে। রাজ্য সরকার সবদিক নজর রাখছে'। কিছুদিন আগেই প্রাণ হারিয়েছে আরেক স্কুল ছাত্র। গত শনিবার ২১ তারিখ ভোরে ১০ বছরের বালক আবির্ভাবের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত্যুর কারণ সেই ডেঙ্গু। প্রায় এক সপ্তাহ আগে থেকেই জ্বর শুরু হয় আবির্ভাবের। জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ডাক্তার দেখানো হয়। ওষুধ দেওয়ার পরও জ্বর না কমায় দুদিন পড়েই ছেলেকে অন্য ডাক্তার দেখান বাবা-মা। আবির্ভাবের বাবা অভিজিৎ মজুমদারের কথায়, '১৫ তারিখ রক্ত পরীক্ষার পর ডেঙ্গি ধরা পড়ায় পরের দিনই ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ছেলেকে ভর্তি করে। প্রথমদিন রক্ত পরীক্ষায় প্লেটলেট ছিল ১ লক্ষ ৫৪ হাজার। পরের দিনই হাসপাতালে রক্ত পরীক্ষায় প্লেটলেট নেমে দাঁড়ায় ৩৩ হাজারে'। হাসপাতালে আর্বিভাবের চিকিৎসক বিচিত্রভানু সরকার বলেন,' ১৬ তারিখ রাত থেকেই তার অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। তাকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ডেঙ্গুর কারণেই তার শরীরে অবনতি হতে শুরু করে'। চিকিৎসকদের কথায়, 'ডেঙ্গুর যে নতুন সেরোটাইপ এসেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, দ্রুত প্লেটলেট নেমে যাওয়া ও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সাউথ পয়েন্ট স্কুলের পঞ্চম শ্রেনীর ছাত্র, একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে দুষছেন প্রশাসনকে। তিনি বলেন, 'ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তাও কেন প্রশাসন অজানা জ্বর বলে দায় এড়াতে চাইছে'? তার অভিযোগ,'ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডেঙ্গি লিখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আপত্তি ছিল তবে পড়ে তারা শুধরে নেন।' ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে কিনা তা ঘোষনা করা কোলকাতা পুরসভার নয়। তার দায়িত্ব রাজ্য সরকারে। আমরা যাবতীয় সব রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছি যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার রাজ্য সরকারই নেবে', স্পষ্ট জানিয়ে দেন মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষ।

চেতলায় মৃতের বাড়িতে লকেট

স্টাফ রিপোর্টার: ডেঙ্গু নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে আবারও তথ্য গোপন করার অভিযোগ তুলল বিজেপি। ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে চললেও রাজ্য সরকার তা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেই অভিযোগ গেরুয়া শিবিরের। বুধবারই চেতলায় প্রীতম হালদার নামে ১১ বছরের এক ছাত্রের ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার তার বাড়িতে যান রাজ্য বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি লকেট চট্টোপাধ্যায়। কথা বলেন প্রীতম হালদারের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে লকেট বলেন, 'ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে। মানুষ বলছেন, ডেঙ্গু হচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডেঙ্গু নেই।' রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বিজেপি নেত্রীর প্রশ্ন, 'নবান্নের দিকে তাকিয়ে আছেন চিকিৎসক, প্যাথলজি ল্যাবের টেকনিশিয়ানরা। ডেঙ্গু হলে সেকথা রিপোর্টে লিখতে পারবো তো! এটা কী গণতন্ত্র?' প্রসঙ্গত, গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডেঙ্গুর খবর পাওয়া

যাচ্ছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর খবরও মিলছে। এই নিয়ে বিরোধীরা সরব হয়েছে। বিষয়টির দিকে প্রশাসন সেভাবে নজর দিচ্ছে না বলেই অভিযোগ তাদের। যদিও রাজ্য সরকারের তরফে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই বলেই জানানো হয়েছে। রাজ্যের তরফে এও দাবি করা হয়, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা কম। আর রাজ্য সরকারের এই মনোভাবেরই কড়া সমালোচনা করে এদিন লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'চেতলা মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। আর সেখানেই ডেঙ্গুতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।' ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তা উদ্বেগজনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল রাজ্য বার বার বলছে, ডেথ সার্টিফিকেটে ডেঙ্গু লেখা যাবে না। সত্যকে চাপা দিয়ে রাজ্য সরকার কী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তা মানুষের কাছে স্পষ্ট নয়।' অন্যান্য রাজ্যের তুলনা টেনে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এ রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা নিয়ে সাফাই দিয়েছেন তারও কড়া সমালোচনা করেছেন শমীক ভট্টাচার্য।

জাকারিয়া স্ট্রিটে রত্ন ব্যবসায়ী হত্যায় গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার : জাকারিয়া স্ট্রিটের রত্ন ব্যবসায়ীকে দোকানের ভিতরেই খুনের ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এই ঘটনায় একবালপুর থানা অধীনস্থ ভুকৈলাসে রোডের বাসিন্দা মহম্মদ আরশার ফিরদৌসি নামে অপর এক রত্ন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বিশাল গর্গ। ৫ নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটে মৃত মহম্মদ সেলিমের দোকানের কয়েকটি দোকান পরেই ওই গলিতেই 'ডায়মন্ড হাউজ' নামে একটি দোকান আছে অভিযুক্তের। অভিযুক্ত মহম্মদ আরশার ফিরদৌসি ঘটনাস্থলে থাকলেও দোকানের ভিতরে প্রবেশ করেনি বলে জেরায় তদন্তকারীদের জানিয়েছে বলে তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রের খবর। তবে ঘটনার সঙ্গে সে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সে সম্পর্কে নিশ্চিত তারা। এই ঘটনায় টিআই প্যারেড করানো হবে বলেও জানা গেছে। তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে থাকায় ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানাননি গোয়েন্দা প্রধান। তবে এই হত্যাকাণ্ডে আরশার ছাড়াও আরও একাধিক ব্যক্তি যে জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তে খুনের ঘটনার পেছনে 'মার্ডার ফর গেইন' বলেই অনুমান করলেও সেলিমের সঙ্গে আরশার ফিরদৌসির কোনও পূর্ব শত্রুতা ছিল কি না তাও জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। কারণ, তদন্ত চলাকালীন পুলিশ জানতে পারে, বাজারে মৃতের প্রচুর দেনা রয়েছে। শুধু তাই নয় একাধিকবার এই দেনার দায়ে জাকারিয়া স্ট্রিটে তার দোকানের সামনেই ঝগড়া-ঝামেলা হতেও দেখেছেন এলাকাবাসীরা। এর সঙ্গেই কোনওভাবে ধৃতের যোগাযোগ রয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে ফিরদৌসির বয়ান মিলিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বিশাল গর্গ। তবে আসানসোল থেকে যে ক্রেতার আসার কথা ছিল বলে সেদিন সেলিম বাড়িতে

মহম্মদ সেলিম

দেরিতে ফিরবেন বলে পরিবারকে জানান এবং এরপরেই দোকনের ভিতরে খুন হন, সেই ফোন কল কলকাতাতে বসেই হত্যাকারীদের করে থাকার সম্ভাবনাতেই আপাতভাবে সিলমোহর দিচ্ছেন পুলিশ কর্তা। যদিও তদন্তের স্বার্থে গোটা ঘটনা এখনই খুলে বলতে নারাজ তিনি। শুধু তাই নয়, ঘটনায় কোনও পেশাদার খুনি জড়িত রয়েছে কি না তাও ফিরদৌসিকে জেরায় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এখন শুধু মিসিং লিঙ্কের মিলে যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র বলেই তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে। উল্লেখ্য, জোড়াসাঁকো থানা এলাকার ৫নম্বর জাকারিয়া স্ট্রিটে রোজকার মতো রাত ৮টায় দোকান বন্ধ না করে সেদিন একটু দেরিতেই ফিরবেন বলে স্ত্রীকে জানিয়েছিলেন রত্ন ব্যবসায়ী সেলিম। আসানসোল থেকে এক ক্রেতার আসার কথাও জানান তিনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বাড়ি ফেরা হল না। ওইদিন রাতে মৃতের গাড়ির চালক মহম্মদ ইলিয়াস এসে দেখেন দোকানের শাটার বন্ধ। একাধিকবার ফোন করেও মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে দোকানের কাছে যান ইলিয়াস। শাটার ফেলা থাকলেও লক করা ছিল না দেখে ভিতরে প্রবেশ করে দোকানের অ্যান্টি চেম্বারে মহম্মদ সেলিমকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। চোখে মুখে জল ছিটিয়েও না উঠলে তিনি এলাকার লোকজন ও স্থানীয় থানায় খবর দেন। মহম্মদ ইলিয়াসের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, সেলিমকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে দোকান থেকে বহুমূল্য রত্ন ছাড়াও নগদ টাকা লুঠ করে পালায় দুষ্কৃতীরা। ওই এলাকায় সিসিটিভি না থাকায় প্রাথমিকভাবে তদন্তে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় গোয়েন্দাদের। সাহায্য নেওয়া হয় পুলিশ কুকুর থেকে টেকনিক্যাল টিমের। ঘটনাস্থল ঘুরে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান ফরেন্সিক টিম। দোকান থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট, ফুট প্রিন্টের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্থানীয় দোকানিদের।

মানুষের ভিড়ে নিজের ছবি পোস্ট করলেন মুকুল, রাজনীতির বাইরেও মানুষের পাশে থাকার বার্তা এই প্রাক্তনের

সুমন গাঙ্গুলি

দল ছেড়েছেন সদ্য। ছেড়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ পদও। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই পদ্ম শিবিরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছেন একদা তৃণমূলের 'সেকেন্ড ইন কম্যান্ড'। এমনকী প্রাথমিকভাবে পদ্ম যোগ দেওয়া নিয়ে কথাবার্তাও সেরে ফেলেছেন অমিত শাহ-কৈলাস বিজয়বর্গীয়র সঙ্গে। অপরদিকে দল ছাড়লেও এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস ও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য করেননি মুকুল রায়। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে একেবারেই নীরব একদা 'জোড়াফুল' -এর সেনাপতি। যদিও আপাতত সরকার বিরোধিতার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াকে। তবে পাল্টা মুকুলের বিরোধীতাতেও রাস্তায় নেমেছে তৃণমূল। বুধবার নজরুল মঞ্চে কোর কমিটির বৈঠকেও কার্যত নাম না করে মুকুল রায়কে আক্রমণের নিশানা করেছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী ইতিমধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র সরিয়ে দেওয়া হয়েছে মুকুলের ছবি দেওয়া পোস্টার, ব্যানার। এমনকী 'মুকুল রায় হটাও,পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও' লেখা ব্যানারও দেওয়া হয়েছে মুকুলের বিরুদ্ধে। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গেরও বেশ কয়েকটি জায়গায় পাল্টা পোস্টার-হোর্ডিং লাগানো হয়েছে মুকুলের সমর্থনে। আর এইসবের বাইরে গিয়েই চমক মুকুল রায়ের সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকটা একদা দলনেত্রীকে অনুসরণ করেই কভার পেজে মানুষের ভিড়ের মাঝেই নিজের ছবি পোস্ট করেছেন মুকুল রায়। উপরে লেখা, 'শুধু রাজনীতি নয়। মানুষের জন্য, মানুষের পাশে আপনাদের মুকুল রায়।' এমনকী নিজের ফেসবুক পেজ'এর নামও পাল্টে ফেলেছেন মুকুল।

সেখানেও বড়বড় করে লেখা 'নিউ এর‍্যা অফ মুকুল রায়।' কভার পেজে হাতজোড় করে লাখো মানুষের ভিড়ে মুকুল রায়। দল ছাড়ার পর তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দলেরই একসময়ের ক্ষমতার শীর্ষে থাকা মুকুলকে তুলোধনা করেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়। 'কাঁচরাপাড়ার কাঁচরা ছেলে' বলেও কটাক্ষ করেন তৃণমূলের মহাসচিব। এমনকী মুকুল রায় যে আদৌ জননেতা নয়, তাও বুঝিয়ে দেন তৃণমূলের মহাসচিব। রাজনৈতিক মহলের মতে, কভার পেজে নিজের এই ছবি দিয়ে কার্যত নীরবেই নিজের পুরনো দলকে কটাক্ষ করলেন মুকুল। এমনকী তিনি যে জননেতা তাও এই পোস্টে বুঝিয়ে দিলেন তিনি। যা অনেকটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্টাইলকেই নকল করছেন তাঁরই প্রাক্তন সেনাপতি। তাই নিজের ছবিতেও মানুষের ভিড়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন এই তৃণমূলত্যাগী নেতা।

অপরদিকে নিজের রাজনৈতিক 'স্ট্যান্ড' নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা না কাটালেও, রাজনীতির বাইরে গিয়েও তিনি যে মানুষের পাশেই থাকতে চান, তাও বুঝিয়ে দিলেন মুকুল। রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য,'আসলে বিজেপিতে যোগদানের বিষয়টি নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্বের জানান দিতেই মানুষের ভিড়ে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন মুকুল রায়।' তাঁর আরও ব্যাখা,'আসলে উনি নিজেও জানেন তাঁকে নিয়ে চারিদিকে আলোচনা চলছে। কেন এতদিনে নতুন কোনও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিলেন না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মুকুল রায় রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেলেন বলেও অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে। এই পোস্ট আসলে তারই জবাব।'

আর তাই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে নিজের অস্তিত্বকেই জাহির করছেন বলে মত রাজনৈতিক মহলের। আর তা নিজেরই একসময়ের দলনেত্রীর অনুকরণে।

কিশোরীর মৃত্যু ঘিরে ভাঙচুর কুষ্টিয়ার পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রে

স্টাফ রিপোর্টার: এক কিশোরী মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার উত্তাল হয়ে উঠে তিলজলা থানার কুষ্টিয়া এলাকা। এদিন সকাল থেকেই স্থানীয় পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে ভিড় জমাতে থাকে এলাকার ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে তারা। শেষে পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভাঙচুরও চালায় বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে তিলজলা থানা থেকে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পূজা দাস নামে ১৬ বছরের এক কিশোরী গত কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিল। বাড়িতেই তার প্রাথমিক চিকিৎসা চলছিল। ক্রমশ পূজার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বুধবার রাতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রওনা দেয় তার পরিবারের লোকজন। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই রাস্তাতে মৃত্যু হয় তার।

এলাকাবাসীর অভিযোগ , বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ডেঙ্গু প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। বারংবার কলকাতা পুরসভাকে জানিয়েও এলাকার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ যথাযথ হয় না। যার ফলে এলাকাবাসীর দাবি, যত্রতত্র জমা জলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। যদিও পূজা দাসের মৃত্যু শংসাপত্রে কোনও রকম ডেঙ্গু ডেথ নেই। এর পরেই এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তার আঁচ এসে পড়ে পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর। যদিও এলাকার এক বাসিন্দা জানান, 'পুরস্বাস্থ্য ভাঙচুরের সঙ্গে এলাকাবাসীর কোনও যোগাযোগ নেই, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য কর্মীরা নিজেদের দোষ ঢাকতেই ভাঙচুর চালান'।

অনেকদিন ধরেই বিরোধীদের দাবি, সমন্বয়ের অভাবেই চলছে পুরকর্মকান্ড। বৃহস্পতিবার সেই ছবি ফুটে উঠল ৬৬ নং ওয়ার্ডের পুরস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চত্বর যত্রতত্র জমা জঞ্জালের স্তুপ হয়ে থাকায় অভিযোগের তির কলকাতা পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের দিকে। এ বিষয়ে মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদারকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এভাবে স্বাস্থ্য দফতর ও জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ একসঙ্গে তো কাজ করতে পারে না, যদি স্বাস্থ্য দফতর বলে তবেই জঞ্জাল বিভাগ কাজ শুরু করে দেবে'।